دربار نبوّت کی حاضری

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مکتبة الفرقان

১৯২৭ সালে নৌজাহাজে এক আশেকে রাসূলের হজের সফরনামা এবং
মদীনায় অবস্থানকালে তার প্রেমময় দিবা-রাত্রির আবেগঘন কথাচিত্র

প্রেমের সফর

সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সফরনামা **প্রেমের সফর**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : যিলহজ ১৪৪২ / জুলাই ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : ফুরকান সম্পাদনা পরিষদ
ISBN : 978-984-95227-5-1
মূল্য : ৳ ১৮০ (এক শত আশি টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী (১৮৯২—১৯৫৬) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী সাহিত্যিক, বিজ্ঞ আলেম এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তার চরিত্রে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং উচ্ছ্বসিত রাসূলপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা যায়। একইসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং পরিশিলিত লেখনী শক্তিও দান করেছিলেন।

তিনি ১৯২৭ সালে প্রথম হজ করেন। তখন সমুদ্রপথেই হজে যেতে হতো। এ এক দীর্ঘ এবং কষ্টকর সফর। কিন্তু আল্লাহর এশক ও মহব্বতে উদ্বেলিত আত্মার জন্য এসব জাগতিক কষ্ট কোনো কষ্টই নয়। মানাযির আহসান গিলানী রহ. এ থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। চরম অসুস্থ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি হজের সফরে বের হন। প্রথমে মদীনা তাইয়্যিবায় রওজা মোবারকে হাজির হন। পরে হজের নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে গমন করেন। এ সফরকেই কেন্দ্র করে তিনি বিশ বছর পর রচনা করেছিলেন *দরবারে নবুওয়াত কি হাজিরি*। আর তা অনুবাদ করে নাম রাখা হয়েছে *প্রেমের সফর*। বইটি অনুবাদ করেছেন এদেশের প্রথিতযশা লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক সাহেব। আল্লাহ তাআলা উভয়কে এর উত্তম বিনিময় দান করেন।

বইটি সম্পর্কে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, 'উর্দু ভাষায় হজের সফরনামা ও মদীনা তাইয়্যিবায় উপস্থিতির বিবরণীমূলক গ্রন্থ তো অনেকগুলো-ই আছে। যার প্রত্যেকটিই হৃদয়গ্রাহী বিবরণ, জ্ঞানগর্ভ তথ্য, উপকারী কথা ও সফরকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনায় টইটুম্বর হয়ে আছে। কিন্তু এভাবে হৃদয়ের উত্তাপ জড়ানো কথামালা, আশেকসুলভ উচ্ছাস, প্রেমোন্মাদনায় তাড়িত চাঞ্চল্য আপনি যত্রতত্র পাবেন না। কেননা এটি মরহুম গিলানী রহ.-এর একান্তই নিজস্ব বর্ণনাশৈলী। হজের সফরের বিবরণীমূলক যে কোনো বইয়ের জন্য যা অত্যন্ত জরুরী। কেননা হজ যেন হৃদয়ের চাঞ্চল্য মাখা উচ্ছাসের সঙ্গে পালিত হয়, তার জন্য এ ধরনের প্রেরণাদায়ক কথামালার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এর সঙ্গে সঙ্গে সেটি

জ্ঞানগর্ভ ও চেতনা জাগানিয়া হওয়াও জরুরী। যার সবটাই বক্ষ্যমাণ বইটিতে রয়েছে।'

উল্লেখ্য, বইটি প্রথমে *মাকতাবাতুত তাকী* থেকে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এটি এখন *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এর পাঠকগণ রাসূলপ্রেমের অপার্থিব মুগ্ধতায় উজ্জীবিত হবেন, দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে এটিকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে—তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন, সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ৩৩, রোড ৭/বি, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

২ যিলহজ ১৪৪২ / ১৩ জুলাই ২০২১

সূচিপত্র

কিছু কথা	৯
প্রাককথা	১২
শয্যাশায়ী এক মৃত্যুপথযাত্রীর কথা	১৭
হজের আকস্মিক সিদ্ধান্ত	২৮
মুম্বাই থেকে জাহাজে	৩২
সমুদ্রপথে	৩৭
আরব বদ্বীপে	৪৪
জান্নাতুল বাকী-এর একটি ঘটনা	৭৮

ভালোবাসি সবুজ বৃক্ষ, তৃণ-লতা, আকাশ-যমীন;
বেঁচে থাকতে ভালো লাগে, তাই উজার করে ভালোবাসি সব...
তবু মনে হয়, তোমাকেই বেশি ভালোবাসি হে নবী,
যদিও মনের ভালোবাসা মনেই থাকে।
দুনিয়ার ছায়া মাড়িয়ে আকাশ পাড়ি দিতে শেখেনি সে এখনো।
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অবিরত—নেফাকির সঙ্গে এই রক্তক্ষরণেও মন জেগে ওঠে না।
তোমার সঙ্গ চাই, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই,
তোমাতেই ডুবে যেতে চাই আপাদমস্তক—হয়ে ওঠে না।
এদিকে মৃত্যুও দ্বারপ্রান্তে—আর কবে এ ভালোবাসা নির্মোহ হবে?

কিছু কথা

১৩৬৮ হিজরীতে (১৯৩৯ ঈসাব্দে) দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকজন হজ গমনেচ্ছুক ভাইয়ের সঙ্গে তাবলীগি কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের সঙ্গে নিয়মিত উঠা-বসা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে। তখন যে শূন্যতাগুলো আমার চোখে প্রকট আকারে ধরা পড়েছে তা হলো, হজ গমনেচ্ছুক ভাইদের হজ ও যিয়ারতের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা, এতদসম্পর্কিত জরুরী মাসআলা ও আদব সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং তাদের হৃদয়ে ইশক ও ভালোবাসার চেতনা উদ্গীরণ করা অত্যন্ত জরুরী। উক্ত শূন্যতাগুলো পূরণ করার জন্য সব ধরনের সম্ভাব্য উদ্যোগ গ্রহণ করা আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

নিঃসন্দেহে এসব প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে, সবসময় আল্লাহর খালেস বান্দাদের সাহচর্যে ও তাঁদের নির্দেশনায় হজব্রত পালনের চেষ্টা করা। উল্লেখিত শূন্যতা পুরণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি অবশ্যই প্রাকৃতিক এবং স্বভাবজাত।

এর বাইরে আমার মনে হয়েছে, যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত, দরদী হৃদয়ের অধিকারী ভাইদের কলম থেকে উক্ত চাহিদাগুলো সামনে রেখে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়, তবে এতেও উম্মতের অনেক উপকার হবে। এ ধারণা থেকেই তখন বেশ কয়েকজন সমসাময়িক মনীষার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সংগ্রহ করে '*আল-ফুরকান*' পত্রিকার প্রথম *হজসংখ্যা* বের করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, সেই হজসংখ্যাটি পাঠকমহলে আশাতীত সাড়া ফেলে। তাদের উচ্ছ্বসিত অনুভূতি দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের সেই উদ্যোগ তাদের জন্য উপকার বয়ে এনেছে।

প্রথম হজসংখ্যাটির অভাবিত উপকার ও কার্যকারিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরবর্তী বছরেও, অর্থাৎ ১৩৬৯ হিজরীতে, দ্বিতীয় '*হজসংখ্যা*' বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই সংখ্যার জন্য আমি পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর

কাছে বিনীত নিবেদন পেশ করি—'সম্ভব হলে আপনি এই হজসংখ্যার জন্য আপনার স্মৃতিশক্তি হাতড়ে আপনার হজসফরের কিছু স্মৃতিকথাই লিখে দিন।'

মহান আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করুন। তিনি আমার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বাইশ বছর পূর্বে পালিত হজের সফরনামা হৃদয়ের তুলির আঁচড়ে আবেগের ফল্গুধারায় সুশোভিত করে লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মরহুম গিলানী রহ.-এর ওই হজযাত্রাটি ছিল নৌপথে। তিনি সামুদ্রিক জাহাজ থেকে জিদ্দার নৌবন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে প্রথমে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হন। দীর্ঘ দিন সেখানে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন।

ফারসীতে একটি কথা আছে,

لذیذ بود حکایتے دراز گفتم

> গল্পটি এত বেশি উপাদেয় ছিল যে, কথার লাগাম আর টেনে ধরতে পারিনি।

বিষয়টির ওপর দুকথা লেখার জন্য কলম হাতে তুলে নিতেই এতটা আবেগ-উদ্দীপনা চলে আসে যে, সেটিকে সংবরণ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতি, মসজিদে নববীর দৃশ্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা যিয়ারতের বিবরণ ও প্রেমাস্পদের দেশে অবস্থানের আত্মিক স্বাদ ও হৃদয়োৎসারিত ভাবাবেগের আতিশয্যে স্মৃতিকথার আকার-অবয়ব এতটাই দীর্ঘ হয়ে যায় যে, *আল ফুরকান* পত্রিকার কলেবরের দিকে তাকিয়ে মাওলানাকে সেখানেই থেমে যেতে হয়। মাওলানার ওই আবেগজাগানিয়া স্মৃতিকথা *দরবারে নবুওয়াত কী হাযিরী* আল-ফুরকানের ১৩৬৯ হিজরী (১৯৫০ ঈসাব্দ)-এর বিশেষ হজসংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় প্রকাশের পর অনুরক্ত মহলের পক্ষ থেকে সেটি স্বতন্ত্র বই আকারে

মুদ্রণের উপর্যপুরী অনুরোধ আসতে থাকে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে '*আল-ফুরকান*' কর্তৃপক্ষ তাদের সেই অনুরোধে এত দিন সাড়া দিতে পারছিল না। বইটি প্রকাশের উপযুক্ত সময় হিসেবে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই আজকের এই শুভ মুহূর্তটিকে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্রিয় বন্ধু *মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী*র প্রাককথা সহকারে এখন বইটি উৎসাহী পাঠকবন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা মরহুমের এই হৃদয়স্পর্শী স্মৃতিকথাটিকে কবুল করেন। বইটিকে তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী ও মাওলানা মরহুমের পরকালীন উন্নতির সোপান বানিয়ে দিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

মাওলানা মনযূর নুমানী
সম্পাদক, মাসিক আল ফুরকান

প্রাককথা

ইকবাল মরহুম একবার তাঁর কবিচোখের কল্পনায় কবিতার ভেলায় ভেসে মদীনা তাইয়্যিবার সফর করেছিলেন। স্বশরীর নিয়ে যানবাহনে চেপে নয়। তারপরও তিনি তার সেই প্রেমময় কবিতায় এক পর্যায়ে কল্পিত উটচালককে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ওহে ভাই, একটু ধীরে চালাও।' কারণ,

کہ راکب خستہ وبیمار پیر است
তোমার আরোহী দুর্বল, অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ।

কিন্তু তখন হৃদয় ও প্রাণের কী অবস্থা! তাঁর নিজেরই ভাষায় সেই প্রাণ হলো—ہر دم جواں، ہر دم دواں —চিরযৌবনা, সদাচঞ্চলা। সেই প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল হৃদয় ও প্রাণ নিয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রেমাবেগে দুটি আরেফসুলভ পঙক্তি লিখেছেন—

حکیمانہ راہہا کمتر نہادند، بناداں جلوۂ مستانہ دادند
چہ خوش بختے چہ خرم روزگارے در سلطان بہ درویشے کشادند

এটাই বাস্তব। হজের সফর হলো প্রেমের সফর। শরীর সুস্থ হওয়া, হজের ফরয কাজ আদায় করা—এগুলো তো হলো, খালেস শরঈ ও ফিকহী মাসআলা। কবুলিয়তের বিষয়টি তো আল্লাহ ও তাঁর বান্দার একান্ত নিজস্ব বিষয়। فضولی در میاں کیست *(ফুযূলী দর মায়াঁ কীস্ত)*—'মাঝখানে তৃতীয় জন এসে কী বলবে?' তবে হজের প্রকৃত রূহানী ফায়দা তখনই হাসিল হবে, যখন সেই হজের সফরটি হবে একান্তই আশেকানা মেজাযে; প্রেমোন্মাদনা নিয়ে। আল্লাহওয়ালাদের কাছে হজের ওই সফরটিই গ্রহণযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য, যা জ্ঞানাচ্ছাদিত না হয়ে, প্রেমাচ্ছাদিত হয়; যা আকেলানা না হয়ে আশেকানা হয়।

তবে ব্যক্তি যদি জ্ঞান ও প্রেমের সংমিশ্রণে উদ্ভাসিত এবং আকল ও আশিকির সমন্বিত সত্তার কেউ হন, আর তার পরিণত হাতে একটি

শয্যাশায়ী এক মৃত্যু পথযাত্রীর কথা

১৯২৭ হিজরী, জুন মাস। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি তখন আমার জন্মভূমি বিহারের গিলানী নামক এলাকায় অবস্থান করছিলাম। সেসময় আমি এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম, যার কথা মনে পড়লে এখনো শরীর কেঁপে ওঠে। তখন আমি মৌলভী হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। তবে অনেকের দৃষ্টিতে আমি পুরো মৌলভী ছিলাম না; আধা-মৌলভী ছিলাম। পেশায় উসমানি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। দাকান-এর স্থানীয় বক্তা হিসেবে আশপাশের এলাকাগুলোতেও ততদিনে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছি।

ওই রোগটি আমাকে এতটাই কাবু করে ফেলেছিল যে, তখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিল, আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত নয়, পুঁজ ও দূষিত রস বয়ে যাচ্ছে। বাইরের ত্বকের ওপর যদিও তখন পর্যন্ত ফোঁড়ার কোনো আলামত দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ততক্ষণে বড় বড় ক্ষত ও ফোঁড়া সৃষ্টি হয়ে গেছে। অপারেশনের পর সেগুলো আমি দেখিনি। কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি, একেকটি ফোঁড়া থেকে প্রায় তিন সের পরিমাণ পুঁজ বের হয়েছে।

ওই সময় শরীরে জ্বরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৫ পর্যন্ত উঠে যেত। এর প্রভাবে ব্রেন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকত। আমার দু-হাত, দু-পা এবং পিঠসহ প্রায় পুরো শরীরই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিল। ক্ষতস্থানের পরিধি কতটুকু ছিল, তা অপারেশনের পর দেখে বিস্মিত হয়েছি। অসংখ্য বিষফোঁড়ার এত প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া কীভাবে সহ্য করব, এ প্রশ্নটাই তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে আল্লাহ তাআলার অমোঘ ঘোষণা—سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ (আমার রহমত আমার ক্রোধের চেয়ে প্রবল)—অন্যভাবে মূর্তমান হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা হলো, জ্বরের প্রকোপে যেহেতু সিংহভাগ সময় অজ্ঞান হয়ে থাকতাম, এজন্য শারীরিক প্রচণ্ড ব্যথা-বেদনার অনুভূতি ভোতা হয়ে গিয়েছিল।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থানীয় ডাক্তারগণ আমার রোগ চিহ্নিত করতেই পারেননি। তারা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অস্থায়ী চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন ডাক্তার, ডাক্তার জাহেদ খান, শুরুতেই আমার রোগটিকে ধরতে পেরেছিলেন। তার মতে, এটি ছিল রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত একটি রোগ। অন্য সকল ডাক্তার ও হাকিমদের তিনি অনেকটা গায়ের জোরেই সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অনেকটা এমন দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন যে, এ রোগী তার তত্ত্বাবধানে আছে।

কিছু দিন পর যখন শরীরের ভেতরের ফোঁড়াগুলো পরিণত হয়ে ওঠে, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন, এই অজপাড়াগাঁয়ে এ ধরনের রোগের অপারেশন করা অনেকটাই অসম্ভব। শহরের কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। কাছাকাছি ছিল পাটনা শহর। সেখানে জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। তার পরামর্শ মোতাবেক আমাকে পাটনায় স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু এমন রোগী, যার দু-হাত ও দু-পা কার্যত নিষ্ক্রিয়, এমনকি অসংখ্য জখমের কারণে পিঠের ওপর চিৎ হয়ে শোওয়াও যার পক্ষে কষ্টকর, তাকে কীভাবে পাটনায় পৌঁছানো সম্ভব? বিষয়টি তখন খুবই জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে আমাকে একটি খাটিয়ায় শুইয়ে দেওয়া হয়। সেটিকে প্রথমে মোটর গাড়িতে, এরপর সেখান থেকে রেলগাড়ির ওপর তুলে দেওয়া হয়। 'কিউল' জংশনে যখন সেই খাটিয়াটিকে এক ট্রেন থেকে নামিয়ে আরেকটি ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য কুলিদের কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, কোনো মৃত কুকুরের লাশ বাইরে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই একটি খাটিয়ার ওপর রেখেই আমাকে পাটনায় এনে হাজির করা হয়।

সেখানে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে মোট সাতটি অপারেশন করা হয়। দেখা যেত, ডাক্তার অপারেশন করে একটি অঙ্গ থেকে সবেমাত্র দূষিত